# Bengali A: literature – Standard level – Paper 1
# Bengali A : littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
# Bengalí A: literatura – Nivel medio – Prueba 1

Wednesday 4 May 2016 (afternoon)
Mercredi 4 mai 2016 (après-midi)
Miércoles 4 de mayo de 2016 (tarde)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

## Instructions to candidates

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of the guiding questions provided.
- The maximum mark for this examination paper is **[20 marks]**.

## Instructions destinées aux candidats

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation fournies doivent être traitées dans votre réponse.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de **[20 points]**.

## Instrucciones para los alumnos

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de orientación en su respuesta.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[20 puntos]**.



2216 – 0023
© International Baccalaureate Organization 2016

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটির** সাহিত্যিক বিশ্লেষণ (গাইডেড লিটেরারি অ্যানালিসিস্) কর। উত্তরটির জন্য অবশ্যই রচনার নিচে দেওয়া সহায়ক প্রশ্নদুটিকে রূপরেখা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে.

**1.**

আসলে অভীর মনের মধ্যে তখন অনেক কিছু ভাঙচুর হচ্ছিল।

অভী ভাবছিল, প্রত্যেক মানুষের মনই বুঝি ল্যাবোরেটারীর ক্রুসিবল-এর মত। তাতে নানা মনজ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে—কত কিছু মিশ্র অনুভূতি—তার মধ্যে কত কিছু সত্য প্রমাণিত হয়, কত মিথ্যা অপ্রমাণিত হয়।

অভী ভাবছিল, মানুষের মনের মত দুর্জ্ঞেয় জিনিস পৃথিবীতে বুঝি আর কিছুই নেই।

আজ সকালে এয়ারপোর্টে যাবার আগে পর্যন্ত ও জানত, বিশ্বাস করত, যে ভালবাসার প্রকৃতি বুঝি একই রকম। তার চেহারা সরল রেখারই মত। নিজের মনের এক গোপন কেন্দ্র থেকে অন্যমনের কেন্দ্রে সে রেখা সোজাই বুঝি পৌঁছয়। এপথে যে এত চড়াই-উৎরাই, বাধা-বিপত্তি; ও কখনও জানত না।

ঝুমাকে তার ভালো লাগত। সেই ভালোলাগায় কোনোমাত্র খুঁত ছিল না। কিন্তু সে ভালোলাগা একটা ওয়াটার-টাইট ভালোলাগাই ছিল। তার মধ্যে ভালোবাসার কোনোরকম আর্দ্রতাই চুঁইয়ে আসে নি। কিন্তু আজ সকাল থেকে বাবলির এই আশ্চর্য ব্যবহার, বিশেষ করে ঝুমার প্রতি, এবং কিছুটা অভীর প্রতিও; ঝুমা সম্বন্ধে অভীকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বাবলি সম্বন্ধেও।

ঝুমাকে ও একজন সুন্দরী, দারুণ স্মার্ট, চমৎকার কন্‌ভারসেশানিস্ট্ সঙ্গিনী হিসাবেই চেয়েছে। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দারুণ বোন হিসেবে। ঝুমার দিক থেকেও দাদার বন্ধুসুলভ যে ব্যবহার ও পেয়েছে তাতে একবারের জন্যেও ওর মনে সন্দেহ হয় নি যে, ঝুমার মনে তার জন্যে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি আছে, অথবা থাকতে পারে। কিন্তু ঝুমার বাবলির হাতে এইরকম করে দুঃখ পাওয়া দেখে অভীর বারবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। ও যখন স্কুলে পড়ে তখন ও একটা সুন্দর ছটফটে সাদা পায়রাকে ধরেছিল ছাদের আল্‌সে থেকে—তারপর রাতে নিজের শোবার ঘরের মেঝেতে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল সোহাগ করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দ্যাখে তারই আদরের বেড়ালটা সেই পায়রাটার ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত পালক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি। অভী না-পেরেছে তার সুন্দর ভালোলাগার পায়রাটাকে বাঁচাতে, না পেরেছে তার আদরের বেড়ালটাকে লাঠি পেটা করতে। কিন্তু মনে মনে সে তার পোষা বেড়ালটার প্রতি এক দারুণ স্তব্ধ অভিমানে নিরুপায় নীরবতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে।

আজকে বহু বহু বছর পরে অভীর মনে সেই ছোটবেলার ভাবনাভরা নিরুপায় অভিমান আবার যেন বুকময় ফিরে এসেছে। ও কি করবে, কি ওর করা উচিত অভী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

সামনে ল্‌কটাক্ লেকের জল দেখা যাচ্ছে। বেলা পড়ে এসেছে। শেষ সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে জলে। লেকের ওপারে নাগা পাহাড়ের পুঞ্জীভূত অবয়ব এক অতিকায় রোমশ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মত আকাশে মাথা-ছোঁওয়ানো উঁচু পিঠে রোদ পোয়াচ্ছে যেন। মিজো পাহাড়গুলোকেও দল-বাঁধা ডাইনোসরের পিঠ বলে মনে হচ্ছে।

অভী ওদিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল আবার।

ও ভাবছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হলে জীবনটা অনেক ঝামেলা বিবর্জিত হতো। সারদিন পশুচর্ম গায়ে জড়িয়ে পাথরের মুগুর হাতে ঘুরে–ফিরে সন্ধ্যাবেলায় গুহায় ফিরে একটু কাঁচা মাংস ঝল্‌সে খেয়ে [...] কী সরল সোজা সুখে জীবনটা কাটাতে পারত। যত দিন গেছে, মানুষ যত সভ্য হয়েছে, তার বুকের মধ্যের বায়বীর সত্তার মন নামক ইনট্যানজিবল্ ব্যাপারটা দিনে দিনে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে। আজকের দিনের অভীর মত শিক্ষিত মার্জিত মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের অনেক কিছু জেনে ফেলেও চাঁদে পদক্ষেপ করেও, নিজের থেকে দূরে, আরও দূরেই শুধু সরে গেছে। বাইরের পৃথিবীকে আপন করেছে, কাছে টেনেছে; কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের বুকের মধ্যের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন যোগাযোগহীন দুস্তর ব্যবধানের বিন্দু বিন্দু দ্বীপের মতো হয়ে উঠেছে অনবধানে। এখন মানুষ লক্ষযোজন দূরের কথা মুহূর্তে শুনতে পায় নিজের ইচ্ছায় চাবি টিপে; পায় না শুধু নিজের বুকের শব্দ শুনতে; তাকে বুঝতে।

বুদ্ধদেব গুহ, *বাবলি* (১৯৮৫)

(ক) আলোচনার মাধ্যমে দেখাও উপরোক্ত অংশটিতে অভী, ঝুমা ও বাবলির সম্পর্কের কোন দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) উপরোক্ত অংশে লেখক যেভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।

**2.**

## জীবন এখন

অতি কষ্টে আপন আন্ধার ভেঙে
বাইরে বেরিয়ে দেখি— আরো বেশি অন্ধকার
ওঁত পেতে আছে।
কী দোষ করেছি আমি?
আমাকে টার্গেট করে ঘন কালো
পথের মাস্তান!
ভয়ে তবে ফিরে যাব নাকি?
বন্ধ কুঠুরিতে?

আশেপাশে অক্সিজেন নেই।
আমার দক্ষিণ পাশ পেটমোটা দারোগাটা
সুউচ্চ প্রাসাদ দিয়ে
বাতাসের আনাগোনা নিষিদ্ধ করেছে।
গাড়ির অসভ্য হর্ন আর কাকের চিৎকারে
কানে ব্যথা,
কতকাল ডাহুক, কোকিল কিংবা
ঘুঘুদের গান থেকে দূরে।
চোখ জ্বালা করে,
বিদ্যুতের কর্কশতা মনোরম জ্যোৎস্নাকে
সমস্ত শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।
এইখানে কাশবন নেই,
সমস্ত ভালোকে আমি গ্রামে রেখে
আধুনিক যন্ত্র হতে এখানে এসেছি।

যা কিছু আমাকে দিয়ে আদৌ হবার নয়,
সেইসব কর্ম-ঘোরে ব্যস্ত সারাবেলা,
যেমন কবিতা—
হয় না জেনেও লেখি,
লেখার কসরৎ করি
কেন যে বোকার মতো—!

ভেজাল খাবার খেয়ে,
বাতাসের সীসা দিয়ে ফুসফুস ভর্তি করে,
ওয়াসার মলের পানি
আরো কত অখাদ্যের স্টোর এই দেহ—!
স্নায়ুতে ধরেছে ঝিম।
রাজ্যের মরিচা দিয়ে শিরা-ধমনীতে রোজ
লাগছে প্রচণ্ড জ্যাম।

সাহস শূন্যের ঘরে
পালানো হচ্ছে না তাই।
ডাক্তার নিষেধ করে,
তবুও অপেয় যতো পান করে সর্বগ্রাসে
দুঃখ পাড়ি দিই;
ভুলে থাকি নিজের ব্যর্থতা,
যাকে আমি ‘সুখ’ বলে জানি।

আশরাফ আহমেদ, *পথের মানুষ* (২০০৭)

(ক) উপরোক্ত কবিতায় নাগরিক জীবনের প্রতি কবির কি ধরণের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা কর।

(খ) উপরোক্ত কবিতায় কবি কিভাবে গঠনশৈলী (ফর্ম) ও বৈপরীত্যের মাধ্যমে তাঁর মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।